রবীন্দ্রনাথ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ

সায়ন্তন মজুমদার

"আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রাবস্থা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তারপরে কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমতো একদিন সসঙ্কোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছলিত হয়ে। বুঝলুম, মণ্ডলীর বাহির হতে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলুম।"

—লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র একদিনের জন্য বহিরাগত ছাত্ররূপে এই কলেজে তিনি পদার্পণ করেছিলেন। কলেজের দিক থেকে এই ব্যাপারটি বেশ সম্মানজনক, অন্তত রবীন্দ্রজন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তির পূর্বমুহূর্তে। আরও একটি ব্যাপার হল রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই কলেজেই ছিল একমাত্র দেশীয় কলেজ। বা বলা যায় প্রথম ও শেষ কলেজ। এর পরেই দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শমতো তাঁকে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যশালী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাথে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে হয়নি। জন্মলগ্ন থেকেই কলেজের সাথে ঠাকুরবাড়ির যোগসূত্র গ্রথিত হয়েছিল। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কলেজে ডিরোজিওপন্থী নব্যবঙ্গ আন্দোলনকে তিনি সম্ভবত খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। তাই বোধ হয় ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ সালে ডিরোজিওর পদত্যাগের পর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি এই কলেজে ভরতি করান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কলেজে পড়েছিলেন তিন-চার বছর। ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাংকে কোষাধ্যক্ষ রমানাথ ঠাকুরের অধীনে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশরূপে যোগ দেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কলেজজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এ সময় তিনি সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভার সম্পাদক হয়েছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে চর্চা'। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি দেশীয় ভাষার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ এ ঘটনাটি ভালোভাবেই প্রমাণ করে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহের মাধ্যমে কলেজের সাথে যে যোগাযোগটির শুভারম্ভ হয়েছিল, তার ধারা তাঁর অগ্রজদের মাধ্যমে সুপ্রবহমান ছিল। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় একবছর এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে হিন্দু স্কুলে পড়তেন। মহাবিদ্রোহের বছরের এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে এই কলেজে ভরতি হন। অবশ্য তার কিছু বছর আগেই হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তিত হয়েছে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে। ভারতবর্ষের প্রথম আই.সি.এস. সত্যেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময়

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বর্ধমানরাজ প্রদত্ত মাসিক দশ টাকা করে বৃত্তি পেতেন।

১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর এই কলেজে পড়েছেন তাঁর চতুর্থ দাদা বীরেন্দ্রনাথ। সেটা ১৮৬৬ সাল। রবীন্দ্রনাথের নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই কলেজে পড়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভরতি হন। সেখানে তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অভিভাবকদের চেষ্টায় বাঙালির স্কুল, ফিরিঙ্গি স্কুল, সাহেবি স্কুলের পর তাঁকে এই কলেজে ভরতি করা হয়।

সম্ভবত এই সময় কলেজজীবনের সেই "প্রথম ও শেষ" দিন ব্যতীত আরও একদিন এই কলেজে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে কিছুটা প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'বনফুল' পড়ে অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। ১৮৭৫ সাল থেকে কলেজের প্রাক্তন ও নতুন ছাত্রদের নিয়ে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ৩১ জানুয়ারি, ১৮৭৬ সালে এই সম্মিলনীর দ্বিতীয় বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জে। সেদিন ছিল সরস্বতীপূজা। এই সম্মিলনীর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর লেখক চন্দ্রনাথ বসু। এই চন্দ্রনাথ বসুই বালক রবীন্দ্রনাথকে এই সভায় নিয়ে এসেছিলেন। এই সভাতেই তিনি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন। এই সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কবিতা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুহৃদ সমাগম' কবিতা পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'সরোজিনী' নাটক থেকে তেজোদীপ্ত কবিতা পাঠ করেছিলেন, সেদিন।

উনিশ শতকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে রবীন্দ্রনাথের আর কোনও যোগাযোগের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৮৭৬ সালের দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে ১৯১৬ সালে আবার একটি ঘটনা ঘটে। ২০ জানুয়ারি কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবসে অধ্যাপক এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন সাহেবের বক্তৃতায় ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মানবিরুদ্ধ বক্তব্যে ছাত্ররা উত্তাল হয়ে ওঠে। কয়েকদিন পরে তাঁর উপর আক্রমণ হয়। নেতাজিকে এই আক্রমণের নায়ক সাব্যস্ত করে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তা 'সবুজপত্র' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ করে (Indian Student & Western Teachers) লর্ড কারমাইকেলকে পাঠান এবং 'The Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। চান্সেলাররূপে লর্ড কারমাইকেল ছাত্রদের শাস্তিদানের আগে যাতে বিষয়টি ভালোভাবে বিচার করেন সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা। ছাত্রদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, " ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। ...মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে।... এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিতে থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।... যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া।... যদি ছাত্রেরা প্রতিনিয়ত বিদেশী অধ্যাপকের কাছ হইতে দেশের জাতির ধর্মের অপমানের কথা শোনে, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।" ছাত্রসমাজের

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

কথায় চিন্তিত রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'বলাকা' কাব্যের ৪৪ সংখ্যক কবিতা রচনা করেছিলেন—

"যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে"।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা দিতে আসেন, ১৯২২ সালের ২১ অগস্ট। কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র রায়ের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সেদিন সার্থক হয়। এদিন বিকাল চারটের সময় রবীন্দ্রনাথ কলেজের ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কোনও বিশেষ কারণে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মহলানবীশ। তিনি সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে বলেন, "Revered Sir, you command our heart -felt esteem, we make obeisance to you. You are the ideal for us, therefore we follow you. You are the very dearest to us, therefore we love you. Our welcome goes to you from our very hearts."সেদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেমন দেখতে লেগেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় কলেজ পত্রিকায়— "The great Poet looked every inch a Sage, a Maha-Rishi of the dreamy past –a prophet, with his flowing golden hair and his flowing garments made of the simplest Garad Silk. The representative of India's culture, the spirit of India's life, Dr. Tagore stood before us the very embodiment of India's Soul, calm yet dignified." এইদিন রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রসঙ্গে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছিলেন যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি কোনও বিশেষ সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে আসেনি। এই চিন্তা তাঁর মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই নিহিত ছিল। তিনি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন "একান্তবাসী"। বক্তৃতাটিতে তাঁর স্মৃতিমেদুরতার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোট থেকেই তিনি মনের মধ্যে প্রকৃতির আহ্বান অনুভব করেছিলেন। পেনেটির বাগানবাড়ি, পদ্মাতীরে বাসের সময় তিনি প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রসত্তা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র, মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্ব সংসারের যে সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোনো রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি।" তাঁর জীবনে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য-সংগীতের আবহাওয়ার প্রভাবের কথাও তিনি বলেছিলেন। তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। কারণ তাঁর মতে এতে "বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।" শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে ছাত্রদের বলা নানা গল্পই যে পরবর্তীতে গল্পগুচ্ছে স্থান পেয়েছিল তা তাঁর এই বক্তৃতা থেকে জানা যায়। শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা প্রসঙ্গে ও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। শিক্ষায় প্রাদেশিকতার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাই বিশ্বভারতীতে তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠিত হননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। ভাষণ শেষ হলে ছাত্রনেতা সুরেশচন্দ্র রায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে কবিকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর পদতলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রভাব সম্পর্কে কলেজ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল— "Like the first sweet notes of a Morning Hymn, his voice resonated through our hearts, like a dream of the Dawn his presence melted away before us. All that remained of the evening was the burning effects of a divine inspiration, the faint sound of a retiring

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

never-to-be forgotten melody, the rustling of the leaves and the setting of the old worn-out sun,"

কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯২৪ সালের ৯ মার্চ কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন।

১৯২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন, "কখন লিখ্‌ব বল? আমি সমস্ত দিন এক মুহূর্ত ফাঁক পাইনে। তার উপর আবার আগামী সোমবারে অরূপরতন অভিনয় করতে হবে— তার উপরে কলেজের ছাত্ররা টানাটানি বাধিয়ে দিয়েছে।"সেই ছাত্রদের "টানাটানি"-তে রবীন্দ্রনাথকে আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে এসে বক্তৃতা দিতে হয়। দিনটা ছিল ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকাল চারটে। চারটে চল্লিশে কবি বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পরনে ছিল রেশমি জোব্বা। প্রথমেই কবি এবং অধ্যক্ষ মি. স্টেপলটনকে মাল্যদান করা হয়। বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র সুশীল দে-র বন্দেমাতরম্ গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। ছাত্রসম্পাদক সুরেশচন্দ্র রায় কবিকে স্বাগত জানানোর পরে রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশ মিনিটব্যাপী এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলেন, "তরুণের অভিনন্দন মনে শক্তির সঞ্চার করে, হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়। আজকের এই ছাত্রসভার অধিবেশনে আসা কতকটা সেই জন্যে। পাশ্চাত্যের যে সকল দেশে আমি গেছি, সেই সেই সকল জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক-ছাত্রদের প্রীতিলাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।" তিনি আরও বলেন যে একসময় ছাত্রসমাজের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি পুরাতনের পুনরাবৃত্তির নিন্দা করেছিলেন। তার পাশাপাশি বাংলায় নবীনের স্বাগত -বরণকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "নূতনকে বরণ করে নেবার মত এই যে একটা সাহস নূতন ভাবকে গ্রহণ করবার এই যে একটা শক্তি, এতে করে হয়ত ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়েছে ঢের বেশী।...বাংলার সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে এর আভাস আমরা পাই।... কিন্তু বাংলার যৌবন জরাসন্ধের পাষাণ কারাগারে বন্দি হয়ে রয়েছে। আজ যদি কোনো শ্রীকৃষ্ণের আর্বিভাব হয় তাহলে সে পাথরের প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর এই বিদেশযাত্রা "রাষ্ট্রীয় দৈন্যের ফটোগ্রাফ করিয়ে তাদের সহানুভূতি অর্জন করবার জন্য নয়", বরং ভারতের অতুলনীয় ঐশ্বর্য সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। তিনি বলেছিলেন, "ভারতে বিভিন্ন জাতি এসে মিলেছে, কী করে তারা সব ঐক্যলাভ করবে সেইটাই ভারতের সাধনা।" তাঁর মতে এইটাই হল সত্য সন্ধান এবং আজ আমাদের জাতীয় দুর্দশার মূলে রয়েছে এই সত্য সন্ধানের অভাব। তিনি মালয় উপদ্বীপের কুলি, বোলপুরের মানুষদের দুর্দশার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে এর প্রধান কারণ হল "যে প্রীতির উপর মানুষের ঐক্য নির্ভর করে সেই প্রীতির অভাব। ...ইউরোপের সাহিত্যের মস্ত একটা শিক্ষা এই যে, তার মধ্যে সমস্ত মানবের ঐক্য খোঁজবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। ...আমাদের দুর্গতির মূলে রয়েছে এই উৎকট ভেদবুদ্ধি— সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্বত্রই আত্ম এবং পর এই বোধটাকেই আমরা উগ্র করে তুলেছি। যতক্ষণ না আমরা এই ঐক্যকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারব ততক্ষণ আমাদের দুর্গতি যাবে না এইটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

এর কিছুদিন পরেই ১২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সন্ধ্যাবেলায় ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছাত্র-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ৬.৩০ মিনিটে তিনি কালো জোব্বা পরে অনুষ্ঠানে আসেন। দিলীপকুমার রায়ের "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এর পরে চণ্ডীকাপ্রসাদ এসরাজ বাজান। সম্মিলনীর

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

সম্পাদকের বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণীর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, "এই সভায় সকলের চেয়ে কম বলশালী যিনি, তিনি পুরস্কার নিয়ে গেলেন, আর এখানে সব চাইতে যিনি কম বলশালী, সেই আমার উপর ভার পড়েচে মন্তব্য প্রকাশ করবার।... এই সব সভাপতির মন্তব্য—যা আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছি— এসব জঞ্জাল এখন দূর করবার সময় উপস্থিত হয়েছে,... আজকের দিনে আপনারা আনন্দ কচ্ছেন— কোন দুশ্চিন্তা না নিয়ে এ দিনটা উপভোগ করবো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি একটা অভিনয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত আছি— অনতিকাল পরেই আমার সর্বসাধারণের সমক্ষে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। আজকের দিনে আপনারা আমারই একটা নাটক অভিনয় কচ্ছেন,— কোন দোষ ত্রুটি আমি খুব ক্ষমা করতুম, কিন্তু আমার অভিনয়ে কোন দোষ ত্রুটি হলে কেউ ক্ষমা করবেন না—একথা আমি জানি। আমার কর্ম আমার জন্য অপেক্ষা করচে, আপনারা আমায় ক্ষমা করে বিদায় দেবেন।" পূর্বে উল্লিখিত ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সূত্র ধরে বলা যায় যে ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার 'অরূপরতন' নাটকের অভিনয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথ এত ব্যস্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১২ সেপ্টেম্বর ইডেন হিন্দু হস্টেলে অবনীন্দ্রনাথের তালিমে 'অচলায়তন' নাটকেরে অভিনয় হয়েছিল।

১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে 'রবীন্দ্র পরিষদ' গঠিত হয়, ইংল্যান্ডের ব্রাউনিং ক্লাবের আদলে। এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত; সহ সভাপতি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এস.এম.মৈত্র; সম্পাদক সুশীলকুমার দে; সহ সম্পাদক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; অভ্যর্থনা সম্পাদক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও চৌধুরী গোলাম গফুর। এই রবীন্দ্র পরিষদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে ভাষণে বলেন, "আমার একটি আশা এই যে, মৃত্যু একদিন নৈকট্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেবে; সেদিন অসীম কালের পৃষ্ঠপিটে আমার দেশবাসী আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইবেন।... আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি আশা করি, প্রাচীনদের স্থান যুবকদের ভিতর হইতে পূর্ণ হইবে।... কিন্তু নবীনকে বড় করিতে গিয়া প্রাচীন যুগের সাধনাকে খাটো করিবার একটা ঝোঁক সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, উহা ভাল নহে। আমার বিশ্বাস এই যে, বাল্মীকি, কালিদাস আমার পূর্বে আসিয়াছিলেন বলিয়াই আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের যুবকেরা আমার সাধনাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন দেখিয়া আমার অন্তরে আনন্দ হয়। কারণ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে সাহিত্য কিংবা কলার প্রকৃত রস গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে না।"

১৯২৮ সালে একটি হর্ষবিষাদের ঘটনা ঘটে। কলেজে একটি ফোনোগ্রাফ কেনা হয়েছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সে যন্ত্রে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন গান রেকর্ড করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও একটি গান রেকর্ড করা হয় তাতে। কিন্তু তাঁর গাইবার আগেই "কোন বাবু কুকুর বিড়াল পাখীর ডাক ডাকিয়াছিলেন, একটি নলে তাহা রক্ষিত ছিল। পরে সেই নলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ঈশ্বরের মহিমাপ্রতিপাদক একটী গান রাখা হয়। এক দিন যন্ত্রটি ঐ গান গাইতেছিল, শ্রোতাগণ শুনিতেছিলেন; গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুরের শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় ঈশ্বরের মহিমা - সঙ্গীত, আর কোথায় কুকুরের শব্দ। পূর্বরক্ষিত কুকুরের শব্দ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা হয় নাই, এই জন্য হঠাৎ কুকুর ডাকিয়া উঠে।"

এই বছরের ১১ অক্টোবর কলেজের ছাত্ররা শারদোৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে 'বিসর্জন'

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯২৯ সালের ১ মার্চ আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আমন্ত্রণে কানাডা যাত্রা করেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৮ ও ২১ অগস্ট কলেজে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

একই বছরের ২০ সেপ্টেম্বর কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের তৃতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'ফিজিক্স থিয়েটার' হলে এসে 'সাহিত্যের বিচার' নামে সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, পঞ্চানন নিয়োগী, শিশিরকুমার মৈত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্র পরিষদের পাশাপাশি কলেজে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' গঠিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সত্তরবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই সমিতি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে তাঁকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন করে। একজোড়া রুপোর পাতে বিমলনারায়ণ চৌধুরী রচিত নয় পৃষ্ঠার মানপত্রটি কবির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল,

"হে ভাস্বর হোমশিখা, হে অন্তহীন রস-পারাবার,
দশদিক্ জয়ী হে কবিসম্রাট
শতচিত্তের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো।।
... ... আমাদের প্রাণের চিরবসন্ত তুমি, হে স্বপ্নময় প্রাণ;
আমাদের জাগরণের চিরপ্রভাত তুমি— হে দীপ্তময় প্রাণ;
আমাদের চিরদিনের মুক্তির দুর্জ্জয়-বাণী তুমি
... ... হে ঋত্বিক—আজ তোমার জয়ন্তী উৎসব।
এ উৎসব আজ আকাশের তারায়, ধরণীর ফুলে আর
মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।
হে মায়াবী কবি, আজ কণ্ঠ আমাদের মূক, অকথিত—
আনন্দে—
ওগো চির-অনির্বচনীয়—
মূক হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো।।"

এই উপলক্ষ্যে কলেজের রবীন্দ্রপরিষদ ও রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানায়। সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত নিবেদিত অভিনন্দন পত্রটিতে লিখিত ছিল,—

"হে বিশ্ববরেণ্য কবি...

তোমার দৈবী-প্রতিভার মায়াকাঠির স্পর্শে বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যে তুমি কত বিচিত্র রসসম্ভাবনার দ্বার

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

উদ্ঘাটিত করিয়াছ,— নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর জন্য রূপ ও রসের নব নব জগতের সন্ধান জানাইয়াছ। আজ ও রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে তোমার বৃহত্তর ভক্তমণ্ডলীর সহিত আমরাও আজ আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অকিঞ্চন অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর।"

১৯৩১ সালেই কলেজে গঠিত হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ। ৩১ ডিসেম্বর তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষ্যে 'কবিপ্রশস্তি' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে সংস্কৃত ও বাংলায় মঙ্গলাচরণ, কবি-আবাহন, অর্ঘ্যদান, শান্তিবচন পাঠ করে কবি-প্রশস্তি পাঠ করা হয়। এরপর পরিষদ সভাপতি বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাসান সুরাবর্দি কবির প্রতি শ্রদ্ধাভাষণ নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাষণে বলেন, "আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল যখন ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন। ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।... আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়।... মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি।... আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতিনিকটের অতিপরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনের হয়েছে হারা।
... ... যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।।"

১৯৩৪ সালে কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের অষ্টম বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ একবার বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন।

১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিনে (বুধবার) বিকালবেলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ বা সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'উপাধি বিতরণ উৎসব' কথাটির প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথই। এই উৎসবে চান্সেলার বা আচার্যেরই অভিভাষণ পাঠ করা রীতি ছিল। কিন্তু প্রথমবার

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আচার্য ব্যতীত বিশেষ সম্মানীয় অতিথিরূপে এই অভিভাষণ পাঠ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং প্রথমবার এই অভিভাষণ বাংলা ভাষায় পাঠ করা হয়েছিল।

প্রথমবার এই বক্তৃতা বেতারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্যেরা প্রথমবার এজাতীয় উৎসবে ধুতি পরে এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জন আন্ডারসন, উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বাংলার প্রায় সকল জ্ঞানী-গুণী মনীষী ও অগণিত সাধারণ মানুষ। ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবি পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদিন সগৌরবে তাঁর অভিভাষণে বলেন— "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাঙলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্য-বিধানের শুভকর্মে বাঙলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হোলো।... বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা লাভে গৌরবান্বিত হবে সেই আশার সঙ্কেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি, তাই সমস্ত বাঙলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয়নি।... কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের একপাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই যে সম্মান নিবেদন করলেন, এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয় । যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।... ... ... তোমরা যে সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হোতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরব-দিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ। ... ...

হে বিধাতা
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
... ... নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।"

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি পরবর্তীতে 'ছাত্রসম্ভাষণ' প্রবন্ধ নামে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অভিভাষণটি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে বিশাল গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ এই ভাষণেই রবীন্দ্রনাথ এই কলেজের ছাত্ররূপে একদিনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন, যা তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও করেননি। আবার এই দিনেই প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর শেষ পদার্পণ ঘটে। এর ঠিক চার বছর পরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী সময়েও ঠাকুর পরিবারের অনেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্যের সাথে প্রেসিডেন্সি কলেজের মহান যোগসূত্রটি কোনওকালেই ছিন্ন হবার নয়।

তথ্যসূত্র:

১) রবীন্দ্রজীবনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২) রবিজীবনী: প্রশান্তকুমার পাল
৩) রবি সংবর্ধনার ইতিবৃত্ত, দেশে ও বিদেশে: বারিদবরণ ঘোষ
৪) Presidency College Centenary Volume (1855-1955)
৫) Nostalgia : Presidency College, Calcutta Municipal Gazette
৬) আনন্দবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ
৭) রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৮) চিত্রজীবনী: অভীককুমার দে

প্রাক্তন ছাত্র ২০০৫-২০০৮ (বাংলা)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073